

1743
19/11/07

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট, এগরা
এগরা : পূর্ব মেদিনীপুর।

স্মারক নং 3083(8) ডে. এম.
প্রতি

তারিখ : 7-11-07



- ১। সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক,
এগরা-১ / এগরা-২ / পটাশপুর-১ / পটাশপুর-২ / ভগবানপুর-১
- ২। ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক,
এগরা / পটাশপুর / ভগবানপুর. থানা

বিষয় : দি কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৯৭৩ অ্যাক্ট নং ২ অফ ১৯৭৪ এর অধীন
১০৭, ১৪৪, ১৪৫, ও ১৪৭ ধারায় তদন্ত সম্পর্কিত নির্দেশিকা।

১০৭ ধারা

(১) এই ধারায় বলা হয়েছে যে "Proceedings can be taken under this section against a person if he is likely (a) to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility; or (b) to do any woughful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility. If the breach has already occurred then the offending person should be tried and dealt with under the proceeding section."

"Two opposing parties of hostile groups cannot be proceeded against and bound over in one and the same proceedings under section 107".

(৩) "A joint enquiry of members of rival group is not permissible".

(৪) "Where there is no danger or breach of peach or probability of disturbing the public tranquility initiation of proceedings on quarrels between two private individuals is uncalled for."

১৪৪ ধারা

১৪৪ ধারা তদন্তের ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় আবশ্যিক।

(১) Immediate prevention of a public nuisance.

Or

(২) Speedy remedy of an apprehended danger is desirable.

তদন্তকারীর আরো কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক।

(১) To prevent (1) obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed.

(২) Danger to human life, health or safety.

Or

(৩) Disturbance of the public tranquility, or a riot or an affray.

(৪) Circumstances which make it likely that imminent breach of peace will occur.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অভিযোগকারী কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিকার পেতে পারেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত স্তরে যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য ১৪৪ ধারায় প্রতিকার চাওয়া হচ্ছে। সুতরাং তদন্তকারী অভিযোগের বিষয় ও তার এক্সিকিউটর যথাযথ বিবেচনা করে দেখবেন যে ১৪৪ ধারায় যে সকল বিষয় নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে অভিযোগের বিষয় তার আওতায় আসছে কিনা। তদন্তের প্রতিবেদনে তদন্তকারী এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত অবশ্যই জানাবেন।

১৪৫ ধারা

১৪৫ ধারায় বলা হয়েছে জমি অথবা জল অথবা ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিরোধকে কেন্দ্র করে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভবনা আছে কিনা।

এই সংক্রান্ত বিরোধের বিষয় হল বিরোধীয় বিষয়ে কে বা কারা প্রকৃত দখলে আছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। এই সংক্রান্ত বিরোধের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কে বা কারা কতদিন ধরে বিরোধীয় বিষয়ে দখলে আছেন। সুতরাং নির্দিষ্ট বা প্রায় নির্দিষ্ট কোন সময় থেকে (তারিখ/মাস/বৎসর উল্লেখ করে) দখলে আছেন তা অবশ্যই প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। অনুরূপ ভাবে অভিযোগকারী বা উভয়পক্ষের যে কোন পক্ষ বিরোধীয় বিষয়ে অন্যায়ভাবে (wrongfully) বা

দ্বীক (forcibly) বেদখল হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে তিনি কবে থেকে বেদখল হয়ে আছেন তার নির্দিষ্ট বা প্রায় নির্দিষ্ট সময় থেকে (তারিখ/মাস/বৎসর উল্লেখ করে) বেদখল হয়ে আছেন তার উল্লেখ প্রতিবেদনে করতে হবে। অন্যথা প্রতিবেদনটি উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায় এবং ১৪৫ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহন সম্ভবপর হয় না।

১৪৫ ধারায় বিরোধীয় জমির যথাযথ পরিমাপ ও যথাযথভাবে স্কেচ ম্যাপের সাহায্যে দেখানো আবশ্যিক। মূল ম্যাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিরোধীয় দাগ বা তার প্রাসঙ্গিক পার্শ্বস্থ দাগগুলির যথাযথ সীমানা এবং বিরোধীয় দাগ বা দাগগুলির দখল সংক্রান্ত সীমানা পৃথক পৃথক বর্ণে চিহ্নিত করলে বোঝার সুবিধা হয়। একই ভাবে একাধিক ব্যক্তির দখল সংক্রান্ত এলাকা পৃথক পৃথক বর্ণে চিহ্নিত করা আবশ্যিক।

১৪৭ ধারা

এই ধারায় বলা হয়েছে "a dispute likely to cause a breach of the peace exists regarding any alleged right of user of any land or water whether such right claimed as easement or otherwise."

১৪৭ ধারার ক্ষেত্রে এই ব্যবহারের অধিকার কত দিন থেকে আছে বা ছিল তা অবশ্যই যতদূর সম্ভব সঠিক সময় অর্থাৎ তারিখ জানাতে হবে। এই ব্যবহারের অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে এই প্রতিবন্ধকতা কখন কবে থেকে হয়েছে তা সঠিক সময় অর্থাৎ তারিখ উল্লেখ করে জানাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে প্রতিবন্ধকতা যে তারিখে করা হয়েছে সেই তারিখের আগে কোন সময় থেকে কত সময় পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি ব্যবহার করে আসছেন।

যে ক্ষেত্রে এই ব্যবহারের সময়সীমা বৎসরের কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (Particular season or occasion) সেই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির আগে সর্বশেষ সময় পর্যন্ত (during the last season or occasion) এই ব্যবহার হয়েছিল কিনা তা প্রতিবেদনে অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

উপসংহার

১০৭ ও ১৪৪ ধারায় প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে যত শীঘ্রসম্ভব প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। অন্ততঃ পক্ষে পনেরো দিনের মধ্যে প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন পাঠানো জরুরী। কোন ক্ষেত্রেই প্রতিবেদন পাঠাতে একমাস সময়সীমা অতিক্রান্ত না হয় তার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। ১৪৫ ও ১৪৭ ধারার ক্ষেত্রেও বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।

তদন্তের বিষয়ে উভয়পক্ষ যাতে নোটিস পায় ও উপস্থিত থাকে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। তদন্তে উপস্থিত উভয়পক্ষের ও অন্যান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর ও লিখিত বক্তব্য গ্রহন করতে হবে। স্কেচম্যাপে উভয়পক্ষের স্বাক্ষর ও অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তির তারিখসহ স্বাক্ষর থাকা আবশ্যিক।

তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত উল্লিখিত বিষয়ে লিখিত বক্তব্য ও স্বাক্ষর সম্বলিত স্কেচম্যাপ পাঠানো আবশ্যিক। প্রয়োজনে Attested Xerox copy গ্রহন করা হবে।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট
এগরা

স্মারক নং _____ জে. এম.

তারিখ : _____

অনুলিপি :-

- ১। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, এগরা।
- ২। মহকুমা ভূমি- ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক, এগরা।
- ৩। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, এগরা।
- ৪। সার্কেল ইনস্পেকটর অফ পুলিশ, এগরা।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট
এগরা

